



10263 - আমরা এ বছরে আশুরার দবিস কভিবে জানব?

প্রশ্ন

আমরা এ বছরে আশুরার রোজা কভিবে রাখতে পারি? আমরা এখন পর্যন্ত জানতে পারিনি যলিহজ্জ মাস ক' ২৯ দিন; নাকি ৩০ দিন। এমতাবস্থায় আমরা আশুরার দবিস কভিবে নরিদষ্টি করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

যদি আমরা জানতে না পারি- যলিহজ্জ মাস ক' পূর্ণ ৩০ দিন নাকি একদিন কম ২৯ দিন এবং মুহররম মাসে চাঁদ কবে দেখা গিয়েছে সে ব্যাপারে যদি আমাদেরকে কউে অবহতি না করে তাহলে আমরা মূল অবস্থার উপর আমল করব। মূল অবস্থা হচ্ছে- মাসের দিন সংখ্যা ৩০। তাই যলিহজ্জ মাসকে আমরা ৩০ দিন ধরব। এরপর আশুরার দবিস ঠিকি করে নবি।

তবে কোন মুসলমি ভাই যদি আশুরার রোজা রাখার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে চান যাতে তিনি সুনিশ্চিতি হতে পারনে যে, আশুরা পয়েছেনে সে ক্ষেত্রে তিনি পরপর দুইদিন রোজা রাখতে পারনে। হিসাব করে দেখেনে যলিহজ্জ মাস ২৯ দিন হলে আশুরা কবে হয় এবং যলিহজ্জ মাস ৩০ দিন হলে আশুরা কবে হয়। সে হিসাব অনুযায়ী এ দুই দিন রোজা রাখবেনে। তখন তিনি সুনিশ্চিতিভাবে আশুরা পয়েছেনে বলা যাবে। এ অবস্থায় তাকে হয়তো ৯ তারখি ও ১০ তারখি রোজা রাখতে হবে। কথিবা ১০ তারখি ও ১১ তারখি রোজা রাখতে হবে। যটোই করনে না কনে সটো ভাল। আর যদি তিনি ৯ তারখি রোজা রাখার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে চান তাহলে তিনি সে ক্ষেত্রে দুই দিন রোজা রাখবেনে। যে হিসাবেরে পদ্ধতি ইতপূর্বে উল্লেখ করা হল সে হিসাব অনুযায়ী ৯ তারখি এবং ৯ তারখিরে আগরেনে রোজা রাখবেনে। সক্ষেত্রে তার রোজা হবে হয়তবা ৯, ১০ ও ১১ তারখি। অথবা ৮, ৯ ও ১০ তারখি। তিনি যটোই করনে না কনে সক্ষেত্রে তিনি ৯ তারখি ও ১০ তারখি রোজা রেখেছেনে এটা সুনিশ্চিতিভাবে বলা যাবে।

কউে যদি বলনে, আমি চাকুরীর কারণে একদিনেরে বেশি রোজা রাখতে পারব না। এক্ষেত্রে আমার জন্ম কোনদিন রোজা রাখা উত্তম। সে ব্যক্তিকে আমরা বলব:

আপনি যলিহজ্জ মাসকে ৩০ দিন ধরে এরপর থেকে দশম দিন হিসাব করে রোজা রাখবেনে।

এই উত্তর আমি আমাদের শাইখ বনি বায় এর মুখে যা শুনছি তার সার নরিয়াস; তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি এ



জবাব দনে।

আর যদি কোন নরি্ভরযোগ্য মুসলমানরে সূত্ৰে আমাদরে কাছে চাঁদ দখোর সংবাদ পটৌছে তাহলে আমরা তার কথা গ্রহণ করব। আর গটোটা মুহররম মাস রোজা রাখাও সুন্নত। দললি হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “রমজানরে পর সবচয়ে উত্তম রোজা হচ্ছে- মুহররম মাসরে রোজা”[সহি মুসলমি (১১৬৩)]

আল্লাহই ভাল জাননে।